গল্পপাঠ নির্বাচিত

নাইয়ার মাসুদের গল্প সংকলন

গল্পপাঠ নির্বাচিত

নাইয়ার মাসুদের গল্প সংকলন

সম্পাদনা

বিকাশ গণ চৌধুরী
ফারজাহান রহমান শাওন
নাহার তৃণা

নাইয়ার মাসুদের গল্প সংকলন
সম্পাদনা : বিকাশ গণ চৌধুরী
ফারজাহান রহমান শাওন
নাহার তৃণা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Naiyer Masuder Golpa Sangkalan edited by Bikash Gon Chowdhury Nahar Trina Farjahan Rahman Shawon Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka Rs: 450 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-7-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
কথাসাহিত্যিক

কয়েকটি কথা

www.galpopath.com—*গল্পপাঠ* কথাসাহিত্যের ওয়েব ম্যাগাজিন। যারা গল্প লেখেন, গল্প পড়েন, গল্প নিয়ে ভাবেন, গল্প লিখতে চান—তাদের জন্য এই সাইট। বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় বসরাত বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের উদ্যোগে এই *গল্পপাঠ* ওয়েব ম্যাগাজিনটি দ্বিমাসিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

গল্পপাঠ এ পর্যন্ত সহস্রাধিক লেখকের গল্প, গল্প বিষয়ক গদ্য, সাক্ষাৎকার ও অনুবাদ প্রকাশ করেছে।

গল্পপাঠ শুধু কথাসাহিত্যের ওয়েব ম্যাগাজিন নয়, এটা কথাসাহিত্যের ফ্রি আর্কাইভ। এখান থেকেই পাঠক-লেখক, আপনারা বাংলা সাহিত্যের সেরা গল্পগুলো পড়তে পারবেন। পড়তে পারবেন সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী গল্পকারদের লেখা গল্প। এবং বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত ও হাল আমলের গল্পের অনুবাদের আর্কাইভও হয়ে উঠেছে *গল্পপাঠ*। *গল্পপাঠ*-এর অনুবাদক টিম অনুবাদের কাজটি করে চলেছেন।

এটা সম্পূর্ণই অবাণিজ্যিক একটি উদ্যোগ। *গল্পপাঠ* টিম সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই ওয়েব ম্যাগাজিনটি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তুলছে।

গল্পপাঠ ওয়েব ম্যাগাজিনের অনুবাদক টিম বিভিন্ন বিদেশি সাহিত্য-সংকলন, *দি ইয়র্কার*, *দি প্যারিস রিভিউ*, *দি আটলান্টা* পত্রিকা থেকে এই গল্পগুলো সংগ্রহ করে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

গল্পপাঠ টিম

সভাপতি : দীপেন ভট্টাচার্য।

উপদেষ্টা : অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

টিম মেম্বার : অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমদাদ রহমান, এলহাম হোসেন, কুলদা রায়, জয়া চৌধুরী, নাহার তৃণা, পুরুষোত্তম সিংহ, ফারজাহান রহমান শাওন, বিকাশ গণ চৌধুরী, মোজাফফর হোসেন, মৌসুমী কাদের, রঞ্জনা ব্যানার্জী, রুখসানা কাজল, রুমা মোদক, রোখসানা চৌধুরী, লুতফুন নাহার লতা, সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত, স্মৃতি ভদ্র, স্বকৃত নোমান ও হামিরুদ্দিন মিদ্যা।

কথামুখ

নাইয়ার মাসুদ পড়া শুরু করেছিলাম কবে আজ আর ঠিক মনে পড়ে না, ত্রিশ বছরের কাছাকাছি হবে, তবে প্রথম পাঠেই গ্রস্ত হয়েছিলাম, সেই গ্রস্ততা আজও কাটেনি; গ্রস্ততা কি শুধুই পাঠে ছিল, না তাঁর যাপিত জীবন আর লেখার দর্শনেও মুগ্ধ হয়েছিলাম সেটা খুব পরিষ্কার করে আজ আর বলা যাবে না, পাঠের মুগ্ধতার সঙ্গে তাঁর নিভৃতচারিতার বিস্ময় আমাকে ঘিরে রেখেছিল, *কর্পূরের আতর* হাতে তুলে নেওয়ার ক্ষণ থেকেই সেই আতরের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছিল মননের গভীরতম সব প্রদেশে, স্নায়ুর নীবিড়তম সব কোষে, যার রেশ এখনও শরীরময় ঘুরে বেড়ায়...

মাসুদের লেখা যেন এক মায়ামৃগ, পড়তে পড়তে কিছুতেই তাকে যেন ধরা যায় না, কিন্তু পড়া ছেড়ে বেরিয়ে আসাও হয় দুষ্কর, তাঁর লেখা পাঠককে টেনে নিয়ে চলে তার কেন্দ্রের দিকে; অজগর যেভাবে তার শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে তার নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়ে ধীরে ধীরে তাকে গিলে খায়, মাসুদের লেখাও ঠিক সেভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের গ্রস্ত করে তোলে; শুধুই যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে আমরা মাসুদের লেখা গল্পগুলো বুঝে উঠতে পারব না, যুক্তির বাঁধন ছাড়িয়ে সংবেদনের যে জগৎ সেই সংবেদন আর স্মৃতির এক মিশেল দিয়েই ধরা যাবে মাসুদের গল্পের জগৎ; মাসুদ সদাসর্বদা চেষ্টা করেন তাঁর লেখায় সরাসরি যেন কোনো *তথাকথিত বার্তা* পাঠকের কাছে না পৌঁছায়, মাসুদের লক্ষ্য তাঁর ভাষার জালে আটকে পাঠক যেন এক অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে নিজের স্মৃতির সাহায্যে সেই অরণ্যকে নিজের মতো করে আবিষ্কার করে ধীরে ধীরে তা থেকে বেরিয়ে আসেন; তাঁর গল্পে মাসুদ তৈরি করেন কাফকাপ্রতিম (কিন্তু কাফকা অনুসারী নয়) এক জগৎ যেখানে কখন কী কেন ঘটে চলেছে সেটা যেন যুক্তির সরলরৈখিক চলন দিয়ে ধরা না যায়, সাধারণ যুক্তি-পারম্পর্যের ঊর্ধ্বে থাকা এক বয়ান পাঠকের মনে যেন এক অনুভূতির সংবেদ তৈরি করে সেই গল্পের সারাৎসারকে ছোঁয়ার এক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে পারে...

নাইয়ার মাসুদের কথায় : তাঁর স্বপ্ন থেকে তৈরি হয় তাঁর সব গল্প; কারণ মাসুদ ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের জাবানিতে 'ঘর-ঘুঁষা', ঘরকুনো একজন মানুষ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কারণে ঘরের বাইরে তিনি বিশেষ বেরোতেন না, তাঁর জগৎ ছিল বই পড়ে তৈরি করা এক জগৎ; তাঁদের বাসার নাম ছিল *আবাদিস্তান*,

সাহিত্যের আবাস, বাড়ি ভরতি ছিল তাঁর সুপণ্ডিত বাবার সংগ্রহের সাহিত্যের বই আর প্রাচীন সব পাণ্ডুলিপি, এই সব লেখার মধ্যেই তিনি ছোটবেলা থেকে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর মতো করে আবিষ্কার করে নিতেন তাঁর আশ্চর্য জগৎ। তাঁর আসল কাজ ছিল বই পড়া, আর মাঝে মাঝে লেখা, বারংবার বলেছেন এ কথা। টানা নিটোল কোনো গল্প তিনি বলতে চাইতেন না, নানান টুকরো ঘটনা জুড়ে তিনি তাঁর গল্পের অবয়ব তৈরি করতে চাইতেন, একটার পর একটা দরজা খুলে, একটার পর একটা নতুন ঘরে ঢুকে পড়ে তাঁর গল্পের চরিত্ররা, তাঁর গল্পে আমরা পাই পুরোদস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ টুকরো টুকরো ঘটনার এক অনন্ত প্রবাহ, যে ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকলেও যা কোনো টানা কাহিনি বর্ণন নয়, ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়ে কোনো এক চূড়ান্তবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া নয়; গল্পের শেষে নাইয়ার মাসুদ কোনো তথ্য বা বাণী রেখে যেতে চান না, তিনি রেখে যেতে চান অনুভূতির এক গভীর রেশ যা মাথার ভেতর ঢুকে আমাদের মস্তিষ্ককে কুরে কুরে খায়।

মাসুদের গল্পে আমারা বেশিরভাগ সময়ই কোনো নির্দিষ্ট কালখণ্ড বা নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক পরিসর খুঁজে পাই না, মাসুদ সবসময়ই আমাদের অনুভূতির এক আকাশগঙ্গার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেন, কবিতায় কবি যেভাবে নৈঃশব্দ্যকে ছুঁয়ে থাকতে চান, তাকে আবিষ্কার করতে চান তিনি সেই একই অন্বিষ্টতায় আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেন তাঁর গল্পের বয়ান, আমাদের তার ভেতরে ঢুকিয়ে নেন, তারপর আমরা আমাদের মতো পথ চলি, যেখানে আমাদের প্রত্যেক পাঠকের চলন কোনো এক নির্দিষ্ট পথে হয় না, আমাদের নিজস্ব অনুভূতির নিরিখে নিজস্ব কিছু মাধুরী মিশিয়ে আমরা সেই গল্পের বয়ানকে ভেদ করি। মাসুদের গল্পে সময় এক চৈতন্যের সমবায়, তাঁর গল্পের চরিত্ররাও যেন সে কথা জানে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে তারা যেন এ বিষয়ে সচেতন, বয়ানের এক অস্থায়ী গঠনই যেন সেই গল্পগুলোকে আমাদের কাছে তুলে ধরে তাকে নির্ধারণ করে। গল্প বলার সময় *আধুনিকতার* কোনো মাপকাঠি মাসুদকে চালিত করে না, তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতিও নয়, তাঁর লিখন তাঁর প্রিয় লক্ষ্ণৌর বড় ইমামবাড়ার ভুলভুলাইয়ার মতোই যেখান থেকে পাঠক প্রাথমিকভাবে পথ খুঁজে না পেয়ে গোলকধাঁধাতেই ঘুরে ফেরে কিন্তু অন্তিমে তাঁর নিজের মতো করেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথটুকু খুঁজে পান।

* * *

মাসুদ লেখালিখি নিয়ে কী ভাবেন, আর কীভাবেই বা তাঁর লেখা তৈরি করেন সেসব নিয়ে আরও অনেক কথা বলা যেত কিন্তু যেহেতু এই সংকলনে তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার রয়েছে সেহেতু কথামুখে সেসব কথা বাহুল্যবোধে বর্জন করলাম। নাইয়ার মাসুদ জন্মেছিলেন লক্ষ্ণৌয়ে, ১৯৩৬ সালের ১৬ নভেম্বর, আমাদের ছেড়ে গেছেন এই সেদিন, ২০১৭'র ২৪ জুলাই; একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে এই দীর্ঘ

৮১ বৎসরের জীবৎকালে পড়াশোনার কারণে কিছুদিন এলাহাবাদ শহরে, যা লক্ষ্ণৌ থেকে খুব একটা দূরে নয়, আর একটি সেমিনার উপলক্ষ্যে সপ্তাহ দুয়েক ইরানে থাকা ছাড়া মাসুদ বাড়ি ছেড়ে কখনো কোথাও যাননি, বাড়ি থেকে বেরোনো মানে শুধুই কলেজে পড়াতে যাওয়া আর আসা; তাঁর জগৎ ছিল বোর্হেসের মতোই— বইয়ের দুনিয়া; ছিলেন ইসলামি ইতিহাস, ফারসি আর উর্দু সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক ও বিশেষজ্ঞ, পড়ানোর বিষয়ও ছিল সেটাই। পাশ্চাত্যের লেখকদের মধ্যে প্রিয় ছিল কাফকার লেখা, উর্দুতে অনুবাদও করেছেন কাফকাকে। আর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় সারা জীবনে ছোটগল্প ছাড়া আর কিছুই লেখেননি, উপন্যাস লেখাকে পরিহার করেছেন সযত্নে; হীরে কাটার মতো কেটে কেটে লেখার ধীময়ী ছটা বাড়িয়ে যাবার এষণায় লেখা প্রথমে বড় করে লিখে তারপর তা থেকে যতটা সম্ভব বাদ দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করেছেন প্রত্যেকটা লেখায়...

এবার এই সংকলন প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলি : এই সংকলন বিষয়ে *গল্পপাঠকে* উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করার একটা ভূমিকা আমার থাকলেও গল্প বাছার কাজ এবং তার ক্রমবিন্যাসের কঠিন কাজটা সেরেছেন আমার দুই সহ-সম্পাদক; আর যেহেতু এই সংকলনের গল্পগুলো বিভিন্নজন অনুবাদ করেছেন সেহেতু ভাষাসাম্যের একটা বাধা প্রাথমিকভাবে থাকারই কথা, এবং তা কিছুটা আছেও, যা আমার সহ-সম্পাদকদ্বয় অনেকটাই দূর করার চেষ্টা করেছেন। সে কারণে বয়সের ভারে আমার নামটি সম্পাদক হিসেবে থাকলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে সম্পাদনার এই কঠিন কাজটার জন্য সমস্ত প্রশংসা তাঁদেরই প্রাপ্য। আমার বিবেচনায় নাইয়ার মাসুদ পাঠ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, পাঠক সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করুন...

বিকাশ গণ চৌধুরী

২১.০১.২০২৪
ব্রহ্মপুর, কলকাতা

সূ চি প ত্র

শীশাঘাট • অনুবাদ : বিকাশ গণ চৌধুরী ১৫
অন্ধকারের নারীটি • অনুবাদ : ফারহানা রহমান ৩১
বাঈয়ের রুদালিরা • অনুবাদ : প্রতিভা সরকার ৪৫
শূন্য আঙিনা • অনুবাদ : কুলদা রায় ও নাহার তৃণা ৫৫
চিঠি • অনুবাদ : জয়দীপ দে ৭০
বিশ্রামাবাস • অনুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ৮১
স্মৃতি-বিস্মৃতির গোলোকধাঁধা • অনুবাদ : বিপ্লব বিশ্বাস ৯৭
রে খান্দানের ধ্বংসাবশেষ • অনুবাদ : মাজহার জীবন ১০৯
হাওয়া নিশান • অনুবাদ : ফারহানা আনন্দময়ী ১২৫
লাইব্রেরিয়ান • অনুবাদ : নাহার তৃণা ১৩৭
ধুলোর শহর • অনুবাদ : দোলা সেন ১৪৪
অন্ধগলি • অনুবাদ : প্রবাল দাশগুপ্ত ১৬০
নাইয়ার মাসুদকে নিয়ে আলোচনা : ঘরকুনো লোক • অনুবাদ : ঋতো আহমেদ ১৬৫
নাইয়ার মাসুদের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার • অনুবাদ : শুভ চক্রবর্তী ১৭৩

অনুবাদক পরিচিতি ২১৩

শীশাঘাট

অনুবাদ : বিকাশ গণ চৌধুরী

সদ মওজ-রাজে রফতান-এ-খুদ মুজতরিব কুনদ
মওজি কে বর-কিনার রওয়দ অজমিয়ান-এ-মা
উত্তাল শত ঢেউ রওনা করে নিজের ভিতর থেকে
যে ঢেউটি পেয়েছে কিনার আমাদের অন্তর থেকে
—নাজিরি নিশাপুরি

And with such luck and loss
I shall content myself
Till tides of turning time may toss
Such fishers on the shelf
—George Gascoigne

দারুণ ভালোবেসে আমাকে আট বছর নিজের সঙ্গে রেখে আমার বাবা, আমার পাতানো বাবা, অবশেষে আমার জন্য অন্য একটা জায়গা খুঁজতে বাধ্য হলো। এটায় তার কোনো দোষ ছিল না, আমারও না।

তার সঙ্গে কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে কাটালে আমার তোতলামো সেরে যাবে এ বিশ্বাস তার ছিল। তিনিও ভাবেননি, আমিও আশা করিনি এখানকার লোকেরা আমাকে নিয়ে মজা করবে যেমন কিনা পাগলদের নিয়ে লোকে করে। বাজারে অন্য লোকের কথা থেকে লোকে আমার কথা বেশি কৌতূহল নিয়ে শুনত, আর আমার কথায় মজার কিছু থাক বা না থাক তারা সবসময়ই তা শুনে হাসত। কয়েকদিনের মধ্যে আমার অবস্থা এত খারাপ হলো যে শুধু বাজারে নয় বাড়িতেও যখনই আমি কথা বলতে যেতাম শব্দগুলো আমার দাঁত, ঠোঁটের আর তালুর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যেভাবে তির ছুঁয়ে ঢেউ ফিরে যায় সেভাবেই ফিরে যেত। আমার জিভ এমনভাবে শক্ত হয়ে যেত যে আমার গলা ফুলে উঠত, একটা প্রচণ্ড চাপ যেন আমার গলা আর বুকে আক্রমণ করে আমাকে দম বন্ধ করে মারার ভয় দেখাত। দম বন্ধ হয়ে আসার আগে আমি বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতে বাধ্য হতাম, তারপর দম নিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করতাম। আর এরকম সময় আমার বাবা বলত, 'তোর এটা বলা হয়ে গেছে, পরেরটা বল।' যদি কখনো আমাকে তিনি বকতেন তো এ জন্যই বকতেন।

কিন্তু আমার সমস্যা ছিল কোথায় যে শেষ করেছিলাম কিছুতেই সেটা মনে করতে পারতাম না, আমাকে প্রথম থেকেই শুরু করতে হতো। কখনো কখনো বাবা আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতেন, আর অন্য সময় হাতটা তুলে বলতেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার থাম।'

কিন্তু আমি মাঝখান থেকে শুরু করতে পারতাম না, আবার শেষ না করেও ছাড়তে পারতাম না। উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। শেষমেশ উনি চলে যেতেন আর আমি নিজে নিজেই তুতলে যেতাম। তখন আমাকে দেখলে কেউ হয়তো পাগল মনে করত।

আমার বাজারে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগত, লোকেদের জটলায় বসে থাকতে ভালো লাগত। যদিও সব শব্দের আমি মানে বুঝতাম না, তবুও খুব মন দিয়ে লোকজনের কথা শুনতাম আর মনে মনে সেগুলো বারবার আওড়াতাম। মাঝে মাঝে অস্বস্তি হতো, তবুও আমার খুব ভালো লাগত। এখানকার লোকজন আমাকে অপছন্দ করত না, আর সবচেয়ে বড় কথা আমার বাবা আমাকে খুব স্নেহ করতেন আর আমার সব দরকার-আদরকারের দিকে নজর রাখতেন।

কিছুদিন ধরে বাবাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। একটা নতুন ব্যাপার শুরু হলো, বাবা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা শুরু করলেন। আমাকে এমন সব প্রশ্ন করতে লাগলেন যেগুলোর উত্তর খুব বড় হবে, তারপর আমাকে কোনোরকম বাধা না দিয়ে খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনতে লাগলেন। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে শুরু করতাম, উনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুরুর অপেক্ষা করতেন, আর পুরো সময়টা সমান মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আমার মনে হতো এই উনি আমাকে বকবেন আর আমার জিভ গিঁট পাকাতে শুরু করত, কিন্তু উনি কিছু না বলে শুধুই আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

মাত্র তিনদিনেই মনে হতে লাগল আমার জিভটা যেন কিছুটা গিঁট ছাড়াতে পেরেছে। আমার বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভার উঠে গেল, আর আমি সেই দিনটার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম যেদিন আমিও অন্য সবার মতো সহজে, সাবলীলভাবে কথা বলতে পারছি। ভিতরে ভিতরে আমি সবার সঙ্গে যা যা ভাগ করে নিতে চাই তা এক জায়গায় করতে শুরু করে দিলাম। কিন্তু চতুর্থ দিন আমার বাবা আমাকে ডেকে তার কাছে বসতে বললেন। অনেকক্ষণ এলোমেলো বকে চললেন, তারপর চুপ করে গেলেন। আমি তার কাছ থেকে একটা প্রশ্নের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু হঠাৎই উনি বলে বসলেন, 'পরশু তোমার নতুন মা আসছেন।'

আমার মুখে আনন্দের উদ্ভাস দেখে তিনি যেন সমস্যায় পড়লেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোর কথা শুনলে তোর নতুন মা পাগল হয়ে যাবে। ও মরে যাবে।'

পরের দিন আমার সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁধা হলো। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বাবা আমার হাত ধরে বললেন, 'চল।'